পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় ভিখারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সায়ন্তন বসু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ নির্বাচনের আগের প্রস্তুতি বৈঠক, প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে আলোচনা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এদিন বিজেপির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু এবং রাজীব মুখার্জী বাঁকুড়া শহরে এক স্থানীয় লজে বিজেপির বিভিন্ন স্তরের নেতা ও কর্মীদের নিয়ে আলোচনায় বসেন। রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, রাজ্য সরকার মুসলিম তোষণ করে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানাতে চাইছে, তার প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা পার্টি পার্লামেন্ট এবং রাস্তাতেও

সোচ্চার হবে। পশ্চিমবঙ্গ যখন জ্বলছে তখন মুখ্যমন্ত্রী ভিক্ষার পাত্র নিয়ে লোকের হাতে-পায়ে ধরছে। পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বড় ভিখারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগে উনি ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়ুন। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা গুলো ক্লাবে চলে যাচ্ছে, ঘুরিয়ে ইমামকে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। গ্রামে-গঞ্জে মহিলা -দের সম্মান নেই, উন্নয়ন নেই। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল এর অনুন্নয়নই প্রধান ইস্যু হবে। আমরা অনলাইনে মনোনয়ন চাইছি। ওনাকে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট নিয়ে ভাবতে হবেনা, উনি শুধু পশ্চিমবঙ্গ নিয়েই ভাবুন।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ নিজের কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার মানবাজার এলাকাতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের না নরসিংহ বাউরি (৪৮)। বোরো থানার রাঙ্গামেটা গ্রামে বাড়ি ছিল তাঁর। বিশেষ কাজে মানবাজার শহরে এসেছিলেন তিনি। বাড়ি ফেরার সময় মানবাজার-১ ব্লকের অদূরে তাঁকে একটি ড্যাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে। প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মানবাজার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মারা যান। ঘাতক ড্যাম্পারটি পুলিশ আটক করেছে।

বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের বার্ষিক সম্মেলন বাঁকুড়া শহরের রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হল। উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি অরূপ চক্রবর্তী, জেলা সভাপতি অরূপ খাঁ সহ অন্যান্যরা।

নিতুড়িয়া এলাকায় এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার , স্বামীসহ গ্রেফতার দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া থানা এলাকায় এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে মৃতার স্বামীসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে নিতুড়িয়া থানার ভাদুডাঙ্গা গ্রামের বধূ সুমিতা বাউরির (৩০) শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছুদূরের একটি গাছ থেকে গলায় দড়ির ফাঁস লাগানো নিথর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতার স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির অন্যান্যরা এই ঘটনাকে মানসিক অবসাদের জেরে আত্মহত্যা বলে দাবি করে। কিন্তু সেই যুক্তিকে উড়িয়ে দিয়ে এদিন বিকালে মৃতা সুমিতাদেবীর বাপের বাড়ির লোকজন নিতুড়িয়া থানায় অভিযোগ জানিয়ে বলেন, গত বেশ কিছুদিন ধরে নানা অজুহাতে সুমিতার উপর তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির অন্যান্যরা অকথ্য মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার সহ্য করত।

আর তা সহ্য করতে না পেরেই শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। এমন অভিযোগ পাওয়ার পরই পুলিশ মৃতা বধূর স্বামী লক্ষণ বাউরি, শ্বশুর বিনোদ বাউরি ও শাশুড়ি কল্যাণী বাউরিকে রাতেই তাদের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

পুরুলিয়ায় হনুমান মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে নিজেই পুজো করলেন সংখ্যালঘু যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ গোষ্ঠী বিবাদের জেরে যখন সারা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা হয়ে উঠেছে অগ্নিগর্ভ ঠিক তখনই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক আবহে হিন্দুদের এক ইষ্টদেবতা পবনপুত্র হনুমানের বিগ্রহ ক্ষমহিমায় স্থান পেল মুসলিম সম্প্রদায়ের এক যুবকের হাত ধরে। শুক্রবার বিরলতম এমন এক ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে পুরুলিয়া সদরে। শহরের কপুর বাগান এলাকার যুবক মহম্মদ পাপ্পু তিল তিল করে নিজের জমানো টাকা খরচ করে হনুমান মন্দির বানিয়ে তার মধ্যে পাথরের হনুমান মূর্তি স্থাপন করে হয়ে থাকলেন সম্প্রীতির উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত। সামনের পুকুর থেকে জল ভর্তি ঘট এনে হনুমানের মূর্তিতে দুধ ঢেলে রীতি মতো ঘটা করে বজরংবলীর পুজো করলেন তিনি। পাপ্পু জানালো, কোনও বিভেদ নয়, বহুদিন ধরেই তাঁর মনে বাসনা ছিল নিজের পাড়ায় একটি হনুমান মন্দির তৈরি করে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার। আজ তার সেই স্বপ্ন পূরণ হল। তিনি জানান, সদ্য ভারতীয় সেনাবাহিনীতে চাকরি পেয়েছেন। শীঘ্রই ট্রেনিং-এ চলে যাবেন। তার আগে এই ধর্মীয় কাজটা করে যাওয়ার বাসনা ছিল। আর তা করতে পেরে নিজেকে ধন্য বলে মনে করছেন বছর ষাটেশের ওই যুবক। তিনি জানান, তাঁর এই কাজে প্রথম থেকেই সহযোগিতা করেছেন পাড়ার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা। তাঁদের সহায়তা পেয়ে পাপ্পু নিজে কৃতজ্ঞ। তাঁর সাফ কথা, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম বলে তিনি কিছু মানেন না। তিনি শুধু বোঝেন, সব ধর্ম সমান। রাম ও রহিম এক এবং অভিন্ন। এতে কে কি বলবে তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না। ওই মন্দিরের পুরোহিত বলেন, তার দীর্ঘ জীবনে এ এক নজিরবিহীন ঘটনা। পাপ্পুর এমন মহৎ উদ্যোগে খুশি এলাকার সকলে।

পবিত্র ঊরষ উপলক্ষ্যে বস্ত্রদান ও রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ নিখিল বঙ্গ অঞ্জুমান রশিদিয়ার পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছরের মতো এবছরেও বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের ব্লকের নলডাঙ্গা গ্রামে আজ শনিবার পবিত্র ঊরষ উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা, রক্তদান শিবির ও বস্ত্রদান অনুষ্ঠিত হয়। চক্ষু চিকিৎসা, আলোপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। ঊরষ উৎসবে আসা প্রায় ৫০০ জন মানুষ এই পরিষেবা গ্রহণ করেন। রক্তদান শিবিরে এলাকার প্রায় ১০০ জন মহিলা ও পুরুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। বাঁকুড়ার বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের টিম শিবিরে এসে রক্ত সংগ্রহ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানটি শুরু হয় সকাল ১১টায় এবং চলে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন গ্রাম খেতে প্রায় ৫ হাজার ভক্তপ্রাণ মানুষ এই উৎসবে যোগদান করেন। বিকাল ৪টায় দুঃস্থ মহিলা-পুরুষদের বস্ত্রদান করা হয় সংস্থার তরফ থেকে। নিখিলবঙ্গ অঞ্জুমান রশিদিয়ার সম্পাদক সামসুদ্দিন মল্লিক ও সভাপতি কুতুবদ্দিন মণ্ডল বলেন, প্রতি বছরই এমন দিনে মহাসমারোহে এখানে উরষ উৎসবটি হয়ে থাকে। বিভিন্ন জেলার মানুষ এই উৎসবে হাজির হন।

আমাদের এই উরষ উৎসবটি ৯৪ বছরে পদার্পণ করল। এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনা ও ব্যবস্থানায় ছিলেন মিনহাজ উদ্দিন মণ্ডল এবং সহাযোগিতায় ছিলেন নলডাঙ্গা গ্রামবাসীগণ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন অমল কুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রয়াত হলেন জননেতা অজিত গাঙ্গুলী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ার বিশিষ্ট জননেতা এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী অজিত গাঙ্গুলী প্রয়াত হয়েছেন। শুক্রবার রাত ১১টা নাগাদ তাঁর জীবনাবসান হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। ১৯৮১-১৯৮৩ অজিতবাবু ছিলেন বাঁকুড়ার পৌরপ্রধান। তাঁর সময়েই ১৯৮২ সালে প্রথম বাঁকুড়া শহর সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে মাচানতলা, পুরতান বাসস্ট্যাণ্ড, গোলপার্ক, তামলিবাঁধ ও গোবিন্দনগরে উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়। শহরের ওপর চাপ কমাতে তামলিবাঁধ থেকে গোবিন্দনগরে বাসস্ট্যাণ্ড স্থানান্তরিত করা ও বাইপাস রোড তৈরি করার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয় তিনি পৌরপ্রধান থাকাকালীন সময়ে। এছাড়াও তিনি ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত উপ-পৌরপ্রধান আর ১৯৬৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত পৌরসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৮৩ সালে বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রায় ২২ বছর দায়িত্বে ছিলেন। এই সময়ায় ব্যাঙ্কের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য রাখায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পুরস্কারও পেয়েছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকের ডিরেক্টরের দায়িত্বেও ছিলেন। বাঁকুড়া টাউন কো-অপারেটিভ ব্যাংকের সেক্রেটারি ও ডিরেক্টরের দায়িত্বও সামলেছেন। বাঁকুড়া সম্মেলনী মেডিকেল কলেজ ও হসপিটালের ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান-এর পদ তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন। তিনি এলাকার বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকও ছিলেন। তাঁর দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শনী দেখতে অসংখ্য মানুষ ভিড় করতেন। তিনি জীবনের শেষে এসেও অক্লেশে বেঁকিয়ে দিতে পারতেন লোহার রড, কিল মেরে ভেঙ্গে দিতে পারতেন গোটা নারকেল। তাঁর তৈরি শীদুর্গা ক্লাব বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে।

সরকারি সুযোগ-সুবিধার প্রচারে প্রশাসন

চন্দ্রজিৎ মজুমদার, কান্দি ঃ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার তথা রাজ্যের সাধারণ বাসিন্দাদের জন্য চালু করেছেন নানা সামাজিক সুরক্ষা ও সহায়তা প্রকল্প। নতুন ভাবে রাজ্যের অসংগঠিত শিল্প ও স্বনিযুক্তি পেশায় কর্মরত শ্রমিকদের নানা প্রকল্পের নানা সুবিধা চালু করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে ও প্রচারের জন্য শুক্রবার মুর্শিদাবাদের কান্দিতে আয়োজন করা হয়েছিল এক প্রচার অভিযান ও সহায়তা শিবিরের। এদিন কান্দির প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স হলে এই প্রচার শিবিরের আয়োজন করা হয় কান্দি মহকুমা শ্রম দফতরের পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন কান্দির মহকুমা শাসক অভীক কুমার দাস, শ্রম দফতরের মহকুমা আধিকারিক নবীন কুণ্ডু, কান্দি পুর এলাকার লেবার ইন্সপেক্টর কার্তিকচন্দ্র মজুমদার, তন্ময় নাথ প্রমুখ। প্রায় ১০০ জন উপভোক্তা প্রচার শিবিরে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জানেন। কান্দির মহকুমা শাসক অভীক কুমার দাস জানান, আগের থেকে এখন এই রাজ্যে বেশি সামাজিক সহায়তা প্রকল্প চালু হয়েছে। গ্রামের বা পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের আজকে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয় না। বাংলার প্রতিটি মানুষের অধিকার রয়েছে তাদের প্রাপ্য বুঝে নেবার। রাজ্য সরকার রাজ্যের থেটে খাওয়া মানুষদের জন্য নানা সহায়তা প্রকল্প চালু করেছে। কান্দি মহকুমা ছাড়াও খড়গ্রাম, বড়ঞা, ভরতপুর-১ ও ২ সকল ব্লকের শ্রম দপ্তরে এই সুবিধা পাওয়া যায়। সকলে সময় নিয়ে শ্রম দফতরের কাজ বুঝে নেন। কান্দি মহকুমা শ্রম দফতরের মহকুমা আধিকারিক নবীন কুণ্ডু এদিন আরও বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রম দপ্তরের নানা প্রকল্পকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন। আগের থেকে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছেন। নির্মাণ শ্রমিক, পরিবহণ শ্রমিকসহ নানান স্কিম চালু রয়েছে। রয়েছে নানা সুযোগ-সুবিধা। এই ধরনের অনুষ্ঠান পেয়ে খুশি এলাকার বাসিন্দারা।

পুরুলিয়া হাসপাতালে ফের বিরল অস্ত্রোপচার, বেরোল ১১১৫টি পাথর

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ বিরল ও জটিল আরও এক অস্ত্রপ্রচার করে নজির গড়ল পুরুলিয়ার দেবেন মাহাতো সদর হাসপাতাল। এবারেও এই কৃতিত্বের দাবিদার হাসপাতালের সেই শল্য চিকিৎসক পবন মণ্ডল। প্রায় দশদিন আগের ঘটনা হলেও শনিবার এই রোগিনীর হাসপাতাল থেকে ছুটি হওয়ার আগে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। সদর হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত প্রায় ২ বছর ধরে পেটের ব্যাথায় ভুগছিলেন পুরুলিয়া ১নং ব্লকের ডিংকা গ্রামের প্রায় ৭০ বছর বয়সী মহিলা মণি কুমার। অনেক জায়গায় দেখিয়েও সেই রোগ তাঁর কোনো ভাবেই সারছিল না। গত ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় জেলার জয়পুর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগী দেখতে গিয়েছিলেন ডাঃ পবন মন্ডল। তখন তিনি বৃদ্ধার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিশেষ এক ধরনের পরীক্ষা করাতে বলেন। তাতেই দেখা যায় তাঁর পিত্তনালিতে দুটি বড় পাথর ও পিত্তথলিতে ছোট ছোট অসংখ্য পাথর রয়েছে। ওই চিকিৎসক তাকে অপারেশনের উপদেশ দিলেও তা করানোর আর্থিক সঙ্গতি ছিলনা তাঁর। কাজেই পবনবাবু বিনা খরচায় পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে ওই রোগিনীকে অপারেশন করানোর পরামর্শ দেন। তাঁর সিদ্ধান্ত মতো দিন কয়েক আগে সদর হাসপাতালে ভর্তি হন মণিদেবী। উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকায় ঝুঁকি নিয়ে পরের দিন বৃদ্ধার অস্ত্রোপচার করে ফেলেন ইতিপূর্বে একাধিক জটিল অস্ত্রোপচারে সফল চিকিৎসক পবন মন্ডল। তার সঙ্গে ছিলেন আরও তিন চিকিৎসক মহম্মদ গফফর সুমন চক্রবর্তী ও স্নেহাংশু কলা। তাদের সহায়তায় বৃদ্ধার পেট কেটে ১১১৫ টি পাথর বের করে আনা সম্ভব হয় বলে জানিয়েছেন পবন মণ্ডল। তিনি বলেন, পিত্তরসের ঘনত্বের তারতম্যের জন্য সাধারণত এই ধরনের পাথর হয়ে থাকে। পিত্ত নালিতে অস্ত্রোপচার করা খুবই কঠিন এবং ঝুঁকি পূর্ণ হলেও একামাত্র বৃদ্ধার কষ্টের কথা মাথায় রেখে এই অপারেশন করতে তিনি রাজি হয়েছিলেন। বর্তমানে মণিদেবী সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন বলে পবনবাবু জানিয়েছেন। শনিবার হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ি যাওয়ার আগে বৃদ্ধা মণি কুমার জানালেন, তাঁকে এতো বড় জটিল সমস্যা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য চিকিৎসকদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন তিনি।

এলাকায় উন্নয়নের জন্যই মানুষ ভোট দেবে তৃণমূল কংগ্রেসকে

শ্যামল রায়া, বর্ধমান ঃ পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত পূর্বস্থলী-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি যেমন রয়েছে তেমনি কালনা -১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ২টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পূর্বস্থলী-২ নম্বর ব্লকের মধ্যে রয়েছে দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত, মোট ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত। পূর্বস্থলী-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির এলাকায় ব্যাপক উন্নয়নমুখী কাজ হয়েছে এটা বিরোধীরাও স্বীকার করে নিচ্ছেন। এলাকায় তাঁত শিল্পীদের বসবাস সবথেকে বেশি। তবুও রয়েছে কৃষিপ্রধান এলাকায় কৃষিজীবী মানুষ। পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত রয়েছে সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত। ভোটের ঘন্টা বেজে উঠতেই ময়দানে নেমে পড়েছেন কর্মী-সমর্থকরা। সেই সাথে স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী হেমাত পুর তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে উপস্থিত থেকে ভোট নিয়ে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন একের পর এক কর্মী সমর্থকদের। শনিবার হেমাতপুর অফিসে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নেতৃত্ব দেন এবং বৈঠকের পর বৈঠক করেন। সমিতির এলাকায় শ্রীরামপুর গ্রামের তাঁত শিল্পীদের জন্য কাজ চলছে ৭ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরবান হাট। দ্বিতল বিল্ডিং-এর কাজ প্রায় শেষের মুখে। আরবান হাট থেকে তাঁতিরা সমস্তরকম তাঁতের সরঞ্জাম পেয়ে যাবেন সুলভ মূল্যে। এখানেই তৈরি হচ্ছে তন্তুজ ভবন। এখানেই তৈরি হয়েছে মৎস্য দফতরের উদ্যোগে গেস্ট হাউস। মজে যাওয়া বুড়িগঙ্গা নদী সংস্কার করা হয়েছে কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে, লক্ষ্য মৎস্যজীবীদের উন্নয়ন ঘটানো। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের কথায়, বাম আমলে মুখ থুবড়ে পড়া তাঁতশিল্পকে বাঁচানোই তাঁর প্রধান কাজ ছিল। আজ তন্তুজ লাভের মুখ দেখছে। তাই তাঁতশিল্পীদের মুখে হাসি ফুটেছে বলে দাবি মন্ত্রীর। শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বক্ষণের নেতা পরিমল দেবনাথ জানিয়ে দিলেন, বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত সমিতি গড়ার ডাক দিয়েছেন তাঁরা। পরিমল দেবনাথের একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য, যে হারে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ হয়েছে এবং এখনো চলছে তার ধারে কাছে বিরোধীরা পৌঁছাতে পারবে না। বিরোধীদের কিছু বলার নেই ভোটারদের কাছে। বিরোধীরা যতই মিথ্যা অপপ্রচার, স্বজনপোষণ, দুর্নীতির ইস্যু তুলে প্রচারে নামুক, মানুষ তা গ্রহণ করবে না বলেই বিশ্বাস করেন তিনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের মুখ হচ্ছে এলাকার ভোটারদের কাছে প্রধান হাতিয়ার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সিম্বল-এর কাছে বিরোধীরা ঝড়ের মতো উড়ে যাবে। মমতা ব্যানার্জীর সিম্বল মানুষের কাছে আদর্শের প্রতীক, উন্নয়নের প্রতীক, মা-মাটি-মানুষের বাংলার প্রতীক। রাস্তাঘাট, পানীয় জল থেকে শুরু করে একাধিক উন্নয়নমুখী কাজ হয়েছে এই পঞ্চায়েত সমিতির ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই। জানা গিয়েছে, তাঁত শিল্পীদের জন্য একাধিক উন্নয়নমুখী কাজ করেছেন বিধায়ক স্বপন দেবনাথ। তাই মন্ত্রীর প্রতি যথেষ্ট আস্থা ও ভরসা রেখেছেন তাঁতশিল্পীরা। নাদানঘাটে পড়ুয়াদের জন সৈরি হয়েছে আবাসিক হোস্টেল। এছাড়াও প্রায় কয়েক হাজার মানুষকে দেওয়া হয়েছে পাট্টা। পর্যটন দপ্তরের আর্থিক অনুদানে প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে এলাকার বিভিন্ন মন্দির, মসজিদের সংস্কারে। তাই উন্নয়নের নিরিখে অনেকটাই এগিয়ে পূর্বস্থলী-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি। এছাড়াও ভোটারদের কাছে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক একজন দক্ষ প্রশাসক বলে প্রচলিত কথা ছড়িয়ে রয়েছে গ্রামে গ্রামে। একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে সরকারের নানান ধরনের নিয়ম-কানুনে পারদর্শী কাজ পাগল মানুষ দিলীপ মল্লিকের গ্রহণযোগ্যতা যথেষ্ট রয়েছে ভোটারদের কাছে। তাঁর উদ্যোগে এবং প্রচেষ্টায় যেভাবে এলাকার উন্নয়ন বলতে যা বোঝায় এই সমিতির সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সেই সব কাজ হয়েছে। কয়েকশো কিলোমিটার ঢালাই ও পিচ রাস্তার কাজ করা হয়েছে। সরকারি প্রকল্পে গড়ে উঠেছে কিষাণ মান্ডি, আইটিআই কলেজ, আনন্দধারা ও মুক্তধারা প্রকল্পে ১ হাজারের বেশি পুরুষ ও মহিলাকে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। পথের সাথী তৈরি হয়েছে। তাই উন্নয়নের কাছে বিরোধী কোনও প্রার্থী আদৌ দাঁড়াতে সাহস পাবে কিনা গ্রামের মানুষ আড়ালে-আবডালে বলেই ফেলছেন। তবুও বিরোধী শক্তি বলতে বিজেপি ও সিপিআইএম। সিপিআইএমের কোনও কার্যকলাপ সেরকম একটা জোরালো ভাবে চোখে না পড়লেও মাঝেমধ্যে বিজেপির নানান ধরনের কর্মসূচি মানুষ দেখতে পাচ্ছে। তাই এলাকায় বিজেপির কিছুটা বিরোধী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও পঞ্চায়েত ভোটে তার প্রভাব পড়বে না বলে অনেকেই বলাবলি করছেন। কিন্তু পূর্বস্থলী-১ নম্বর ব্লকের বিজেপি নেতা বিধান ঘোষ জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলো ডুবলিকেট ভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজের নামে চালিয়ে বাহবা কুড়াচ্ছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, উন্নয়নের নামে স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে আমাদের কর্মীসমর্থকরা। সিপিএমের নেতাদের অভিযোগ, তৃণমূলের সরকার ভোটের সময় যা প্রতিশ্রুতি দেয় বাস্তবে তা কখনোই করেনি। তারা আশাবাদী, তৃণমূলের সন্ত্রাসের ভয়ে প্রকাশ্যে আসছেন না অনেকেই। কিন্তু ভোটের সময় সুষ্ঠু ভাবে ভোট হলে তাদের জয়জয়কার হবে বলে দাবি স্থানীয় সিপিএম নেতাদের। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত জেলা পরিষদের মোট আসন ৩টি। সবকটি আসনই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন সংখ্যা ২১টি, মোট সংরক্ষিত আসন ১৫। গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৭টি, পঞ্চায়েত সদস্যের আসন সংখ্যা ১৫৪টি। গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সংরক্ষিত আসন ১১৪টি।

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্প কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনস্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ